কার্ল মার্কস্-এর ক্যাপিটাল

অরূপ রতন মুখোপাধ্যায়

আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে খুব কম মানুষই ক্যাপিটাল পড়েছেন, বস্তুত চোখে দেখেছেন। ক্যাপিটাল শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী তার অবস্থান থেকে এই দর্শন দেখতে পায় না। তাদের কাছে এই দর্শন বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়। এটাই কম্যুনিস্ট পার্টির ঐতিহাসিক দায়িত্ব। ক্যাপিটালের জন্মের পর বিগত ১৫০ বছর ধরে এই মহাগ্রন্থ বস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে সমগ্র বিশ্বে সমাজবিজ্ঞানের মননশীল আলোচনার ভরকেন্দ্র। ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন, বলশেভিক আন্দোলন এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তির সংগ্রাম প্রেরণা খুঁজে পেয়েছে ক্যাপিটালের পাতায়। কার্ল মার্কস্ তাঁর অসাধারণ মননের সাহায্যে সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই চিন্তাভাবনারই ফসল ক্যাপিটাল। কিন্তু এই ক্যাপিটাল নিছক পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চার ফসল নয়, শ্রেণীসংগ্রামজাত। শ্রেণীসংগ্রাম বর্জিত কোনো মার্কস্‌বাদ হয় না, কারণ তা বস্তুবাদের শর্তকে লঙ্ঘন করে।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হামবুর্গ থেকে ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইটি মার্কস্ উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু Wilhelm Wolff-কে। বস্তুত, ক্যাপিটাল হচ্ছে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মার্কস-এর 'A Contribution to the Critique of Political Economy'-র ধারাবাহিকতা। প্রথম খণ্ডের ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর। বস্তুত, বইটির subtitle, A Critique of Political Economy – রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনা।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ মার্কস্-এর মৃত্যু হয়। ক্যাপিটাল-এর পরবর্তী খণ্ডগুলির প্রকাশনা মার্কস্ দেখে যেতে পারেননি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এঙ্গেলস ক্যাপিটাল-এর দ্বিতীয় খণ্ড জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। জানুয়ারী ১৮৬২ এবং জুলাই ১৮৬৩-এর মধ্যবর্তী সময়ে লেখা 'Theories of Surplus Values' শীর্ষক মার্কস্-এর Capital-এর চতুর্থ খণ্ড এঙ্গেলস-এর মৃত্যুর পরে কাউটস্কি স্বতন্ত্র বই আকারে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। পরে এই বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ মস্কোর Institute of

Marxism-Leninism থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশ করা হয়। মোটামুটিভাবে এই হল ক্যাপিটাল-এর জন্মবৃত্তান্ত।

ক্যাপিটালের ভূমিকায় মার্কস্ লিখেছিলেন, "আধুনিক সমাজের, অর্থাৎ পুঁজিবাদী, বুর্জোয়া সমাজের, গতিধারার অর্থনৈতিক নিয়ম উদঘাটন করাই আমার এই রচনার শেষ লক্ষ্য।"

ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে পুঁজির উৎস সন্ধান। দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়া। তৃতীয় খণ্ডে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ক্যাপিটালের চতুর্থ খণ্ডে সমালোচনা করা হয়েছে মূল্য এবং উদ্‌বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধে ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা।

ক্যাপিটাল রচনার ভিত্তিতে আছে জার্মানির হেগেলীয় দর্শন, ইংল্যান্ড-এর ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি (Classical Political Economy) এবং ফ্রান্স-এর রাষ্ট্রনীতি — এই তিনটি ধারা। মার্কস্ হেগেলীয় দর্শন Thesis - Antithesis - Synthesis এর সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে দেখান, কিভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় Thesis (পুঁজি) Antithesis (শ্রম) এর উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে এবং এক নতুন উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে Synthesis (Socialism) এর জন্ম হয়।

মার্কস্ তাঁর অর্থনীতি সংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণার সীমা নির্ধারণ করেছিলেন পুঁজিবাদের উদ্ভব ও প্রগতির নিয়ম অনুসন্ধানে। প্রাক্ পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভে পুঁজিবাদের জন্ম। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাক্ পুঁজিবাদী সমাজের অলোচনা তাঁর রচনায় এসেছে। কিন্তু প্রাক্ পুঁজিবাদী সমাজ নিয়ে কোনও স্বতন্ত্র গবেষণা তিনি করেননি। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে শ্রমশক্তি একটি পণ্য। এই পণ্যের বাজারে শ্রমিক শ্রমশক্তির মালিক, অর্থাৎ বিক্রেতা, পুঁজিপতি ক্রেতা। আর এই উৎপাদন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে বর্ধিত পুনরুৎপাদনের নিয়মে, অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত মূল্য পরিবর্তিত হয় উৎপাদনের নতুন পুঁজিতে।

ক্যাপিটালের বর্গগুলি দিয়ে মার্কস্ পুঁজিবাদী সমাজকে ব্যাখ্যা করেন। মূল্য (Value), উৎপাদন মূল্য (Cost of Production), বাজার দর (Market Price), উদ্‌বৃত্ত মূল্য (Surplus Value), স্থির পুঁজি (Fixed Capital), পরিবর্তনশীল পুঁজি (Variable Capital), পুঁজির আঙ্গিক গঠন (Organic Composition of Capital), মুনাফা (Profit), শ্রম ও শ্রমশক্তির পার্থক্য (Difference between labour and labour Power), শ্রমের বিভাজন (Division of labour), বিমূর্ত শ্রম (Abstract labour), সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম (Socially Necessary labour) ইত্যাদি বর্গগুলি মার্কস্ নিয়ে এসেছিলেন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে। কিন্তু এগুলি দিয়ে প্রাক্ পুঁজিবাদী সমাজকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনই প্রধান। ক্যাপিটাল-এ মার্কসের আলোচনা

তাই শুরু হয়েছে পণ্যের বিশ্লেষণ দিয়ে। উপরি-উক্ত বর্গগুলির সাহায্যে মার্কস্ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেন। অর্থনীতিতে পণ্য কী? পণ্য সেটাই যার উপযোগিতা মূল্য (Use Value) আছে এবং বিনিময় মূল্য (Exchange Value) আছে। সূর্যালোকের উপযোগিতা আছে, কিন্তু বিনিময় মূল্য নেই, কারণ কোনো শ্রম তাতে নিহিত নয়। তাই এটা পণ্য নয়। উপযোগিতা মূল্যের বিচারে প্রত্যেকটি পণ্য পৃথক্ গুণযুক্ত। সন্দেশ আর বিরিয়ানী পৃথক্ স্বাদযুক্ত এবং নির্মাণে পৃথক্ দক্ষতার দাবী রাখে। সুতরাং তাদের নির্মাতারাও পৃথক্। কিন্তু বিনিময় মূল্যের নিরিখে তারা শুধু বিভিন্ন পরিমাপ, শ্রমের পরিমাপ। বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে একটাই তুলনা, পণ্যগুলির মধ্যে নিহিত বিমূর্ত শ্রম (Abstract labour)। মানুষের শ্রমশক্তি ব্যবহারে উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে নিহিত আছে বিমূর্ত শ্রম, যা কিনা মূল্যের (Value) ভিত্তি। পণ্যের মধ্যে নিহিত এই মূল্যই বিনিময় মূল্যের নির্ধারক। একটি পণ্যের উপযোগিতা মূল্য আছে কারণ তাঁর মধ্যে মানুষের বিমূর্ত শ্রম নিহিত আছে। কীভাবে এই মূল্য মাপা হয়? সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমসময় দ্বারা (Socially Necessary labour Time)। পণ্য অর্থনীতিতে শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রের বিশ্লেষণের পরে মার্কস্ মূল্যের রূপ ও মুদ্রার বিশ্লেষণ করেছেন। মূল্যের মুদ্রারূপে উদ্ভব পর্যালোচনা করে মার্কস্ দেখান মুদ্রার কী কী কাজ ? মুদ্রা পণ্যের সঞ্চালনের মাধ্যম, পরিশোধের মাধ্যম এবং মূল্যের আন্তর্জাতিক পরিমাপ। পণ্য উৎপাদনের একটি বিশেষ স্তরে মুদ্রা পরিণত হয় পুঁজিতে। পণ্য সঞ্চালনের সূত্র, C-M-C, অন্য দিকে পুঁজির সঞ্চালনের সূত্র, M-C-M। পুঁজিবাদী সঞ্চালন ব্যবস্থায় মুদ্রার এই বৃদ্ধিই মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করে।

C-M-C শৃঙ্খলটি আসলে পণ্য-মুদ্রা-পণ্য। পণ্য বিনিময়ের দ্বারা পাওয়া মুদ্রা অন্য পণ্য বিনিময়ে ব্যয়িত হয়। পণ্য মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়, ঐ মুদ্রা আবার অন্য পণ্যরূপে ফিরে আসে, যা আদপে উপযোগিতা মূল্য। মুদ্রা বিনিময়ে চিরকালের মতো হারিয়ে যায়। অন্যদিকে, M-C-M′ (মুদ্রা-পণ্য-মুদ্রা) শৃঙ্খলটিতে কিন্তু মুদ্রা আবার ফিরে আসে। মুদ্রা মূল্যযুক্ত হয়ে এগিয়ে যায়। এখানে $M' - M =$ উদ্‌বৃত্তমূল্য। এই শৃঙ্খল বাধাহীনভাবে এগিয়ে চলে, M থেকে M′ ; M′ থেকে M″ এইভাবে।

মার্কস্ তাঁর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ শুরু করেন বিমূর্ত শ্রম এই ধারণা থেকে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম একটি বিশেষ ধারণা। এই ধারণা স্বীকৃতি পায় যখন কিনা রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে সমাজে আপাত সাম্যর ধারণার স্বীকৃতি দেয়। বুর্জোয়া সমাজে এই সাম্যর ধারণা বাজারে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। একমাত্র বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কে এই সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম বিমূর্ত শ্রমের ধারণা পায়, যা কিনা একটি পণ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত শ্রম। মার্কস পণ্য অর্থনীতির বাইরে মূল্যের শ্রমতত্ত্বের কথা

বলেননি। কারণ পণ্য অর্থনীতির বাইরে বিমূর্ত শ্রমের ধারণা করা যায় না, সেইজন্যই মূল্যের শ্রমতত্ত্বও ভাবা যায় না।

মার্কসের বিমূর্ত শ্রমের ধারণা হেগেলীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। বিমূর্ত শ্রম মানে পণ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত শ্রম। প্রত্যেকটি পণ্যের মধ্যেই শ্রম অন্তর্নিহিত আছে। এই অন্তর্নিহিত শ্রমের তুলনা একমাত্র পণ্য অর্থনীতিতেই সম্ভব যেখানে বুর্জোয়া সমাজে আইনের চোখে সাম্যের ধারণা স্বীকৃত। দুটি পণ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত শ্রমের তুলনা তখনই সম্ভব যখন বাজারে পণ্যদুটি সমান। কেরোসিন শিখা ও মাটির প্রদীপের তুলনা সম্ভব কারণ তারা দুই বস্তুই আলো দেয়। "আলো দেয়" —এই সমতলে তারা দুই বস্তুই সমান। পণ্য অর্থনীতির বাইরে এই তুলনা সম্ভব নয়, তাই কেরোসিন শিখা 'ভাই' বলে ডাকার জন্য মাটির প্রদীপের গলা টিপে দিতে চেয়েছিল। বুর্জোয়া পণ্য অর্থনীতিতে এটা সম্ভব নয় কারণ আইনের চোখে তারা দুটি বস্তুই সমান। বুর্জোয়া পণ্য অর্থনীতিতে বিমূর্ত শ্রম সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমসময়ের রূপ পরিগ্রহ করে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমশক্তি একটি পণ্য। শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার শ্রম করার ক্ষমতা বিক্রি করে। পরিবর্তে পায় মজুরি অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্য (V) যা কিনা তার শ্রম করার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখে। শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে যে বেশি মূল্য ওই নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিক উৎপাদন করে তা হল উদ্‌বৃত্ত মূল্য (S)। শ্রমশক্তির মূল্য ও উদ্‌বৃত্ত মূল্যের অনুপাতই হল শোষণের হার (S/V)। পুঁজি দু রকম হয়, স্থির পুঁজি (C) ও পরিবর্তনশীল পুঁজি (V)। মেশিন, উৎপাদনের উপকরণ এইসব হল স্থির পুঁজি, শ্রমশক্তি ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি হল পরিবর্তনশীল পুঁজি। C/V কে বলা হয় পুঁজির আঙ্গিক গঠন (Organic Composition of Capital)। C/V আদপে নির্ভর করে প্রযুক্তির (Technology)-র উপর। বিভিন্ন শিল্পে প্রযুক্তি ভিন্ন ভিন্ন, তাই পুঁজির আঙ্গিক গঠনও (C/V) বিভিন্ন। পুঁজিপতি C+V পুঁজি বিনিয়োগ করে উদ্‌বৃত্ত মূল্য পায় S। মুনাফার হার হল S /(C+V)।

এখন, $S/(C+V) = S/V / (C+V)/V$

$= S/V / (1+C/V)$

কোনো শিল্পে যদি C/V বেশি হয়, তাহলে ওই শিল্পে মুনাফার হার কম হবে। C/V বেশি হওয়া মানে স্থির পুঁজির উপর নির্ভরতা বেশি, পরিবর্তনশীল পুঁজির উপর নির্ভরতা কম। অন্যভাবে বললে, C/V কম হওয়া মানে, শ্রমনিবিড় শিল্প। মুনাফার হার বেশি।

মার্কস্ দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যতই প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়, পুঁজির আঙ্গিক গঠন পরিবর্তিত হয়, C/V বাড়ে, ফলত পুঁজিবাদী সমাজে সামগ্রিক বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। মুনাফার

হারের নিম্নমুখী প্রবণতার কারণ চিহ্নিত করেছেন মার্কস্, পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা যা পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও সমাহরণ ঘটায়। কিভাবে মুনাফার হারের এই নিম্নমুখী প্রবণতা আটকানো যায় ? মার্কস্ ছটি উপায়ের কথা বলেছেন : ১) শোষণের হারে বৃদ্ধি ঘটানো, ২) নিম্নতর মজুরী, ৩) স্থির পুঁজিকে (C) আরও সস্তা করা, ৪) এমন শিল্পের প্রসার ঘটানো যেখানে পুঁজির আঙ্গিক গঠন (C/V) কম, ৫) সস্তায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বাইরে থেকে আমদানী করা, ৬) বিদেশে পণ্য রপ্তানী করা।

মার্কস তাঁর মূল্যতত্ত্বের মাধ্যমে দেখান, কিভাবে এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মুনাফার (profit) জন্ম হয় । মূল্য হল একটি উৎপাদিত বস্তুতে অন্তর্নিহিত বিমূর্ত শ্রম। মূল্য থেকে উৎপাদন মূল্য এবং উদ্‌বৃত্ত মূল্য থেকে মুনাফা, এইভাবে Transformation Problem-এর সাহায্যে মার্কস্ এই প্রশ্নের উত্তর দেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রম ও শ্রমশক্তির পার্থক্য অত্যন্ত জরুরী। Ricardo এই তফাত করতে পারেননি, তিনি ঘুরেছিলেন শ্রমের মূল্য সমান শ্রমের মূল্য —এই বৃত্তে। এইখানেই ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির মৃত্যুঘন্টা বেজে গেলো। মার্কস্ দেখান, শ্রমিক তার শ্রম বিক্রি করে না, বিক্রি করে শ্রম করার ক্ষমতা। বিনিময়ে পায় মজুরী, যা তার শ্রম করার ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট সামাজিক মানে বজায় রাখে।

ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডে মার্কস্ দেখান একটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়া। বণিক শ্রেণীর (Mercantalist) বাণিজ্যজাত আদিম সঞ্চয় (Primitive Accumulation) কিভাবে পণ্য উৎপাদনে পরিবর্তিত হয় তা-ই মার্কস্ ব্যাখ্যা করেন। পুঁজিপতি বাণিজ্যজাত আদিম সঞ্চয় নিয়ে প্রথমে ক্রেতা হিসেবে উপস্থিত হন উৎপাদনের উপকরণের বাজারে এবং শ্রমের বাজারে। পুঁজি পরিবর্তিত হয় পণ্যে (M--C)। দ্বিতীয় ধাপে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় (P), বর্ধিত মূল্যযুক্ত নতুন পণ্যের জন্ম হয়। তৃতীয় পর্যায়ে, পুঁজিপতি হাজির হন বাজারে ওই বর্ধিত মূল্যযুক্ত পণ্য বাজারজাত করে বর্ধিত পুঁজি আহরণ করতে (C*--M*)। পুরো প্রক্রিয়াটি দাঁড়ায় এইরকম, M--C....P.... C*--M*। যেখানে C*এবং M* হচ্ছে উদ্‌বৃত্ত মূল্যযুক্ত C এবং M। বণিকের আদিম সঞ্চয় বুর্জোয়া পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বশর্ত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিককে উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিযুক্ত করা। এই প্রক্রিয়ায় প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সক্রিয় উৎপাদক রূপান্তরিত হন মজুরী দাসে, শ্রমশক্তি শ্রমের বাজারে বিক্রি করা ছাড়া যার কোনো গত্যন্তর নেই। প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আদিম সঞ্চয় এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্ত মূল্য বস্তুত আলাদা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্ত মূল্য তৈরি হয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমশক্তি এবং শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে নির্দিষ্ট মানে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তির মূল্যের পার্থক্য দ্বারা।

ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের কয়েকটি সিদ্ধান্ত :

১) একটি পণ্য তার উৎপাদন মূল্যে বিক্রি হবে, যা তার মূল্য থেকে, পুঁজির আঙ্গিক গঠন (C/V) অনুযায়ী, হয় বেশি না হয় কম। অর্থাৎ উৎপাদন মূল্য, মূল্যের চেয়ে কোথাও বেশি কোথাও কম।

২) চাহিদা যোগান থেকে বেশি হলে দাম উৎপাদন মূল্যের বেশি হবে, কিন্তু মূল্য থেকে কম হতেই পারে, যদি মূল্য পুঁজির আঙ্গিক গঠন (C/V) অনুযায়ী উৎপাদন মূল্য থেকে যথেষ্ট বেশি হয়।

৩) চাহিদা – যোগান অনুযায়ী দাম উৎপাদন মূল্যের আশেপাশে ঘোরে, মূল্যের আশেপাশে নয়।

৪) উদ্‌বৃত্ত মূল্য এবং মুনাফার সমতা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়, পুঁজি উদ্‌বৃত্ত মূল্যেরই একটি অংশ একটি শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তরিত করে।

মার্কস্ দেখিয়েছেন, একটি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম হয় তখন দুটি প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলে, একটি বিযুক্তিকরণ (process of expropriation) এবং অন্যটি অধিগ্রহণ (process of appropriation)। প্রথম প্রক্রিয়ায় প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদকদের উৎপাদনের উপকরণ (means of production) থেকে বিযুক্ত করা হয়, দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় ঐ উৎপাদনের উপকরণগুলিকে অধিগ্রহণ করা হয়। এই দুটি প্রক্রিয়ার সমাহার আদিম সঞ্চয় (primitive accumulation)। মার্কস্ এই আদিম সঞ্চয়ের ধারণা এনেছিলেন অ্যাডাম স্মিথের পূর্ববর্তী সঞ্চয়ের (previous accumulation) ধারণার বিপরীতে। স্মিথ পূর্ববর্তী সঞ্চয়ের এই ধারণা থেকে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষীকরণ (specialization) এবং শ্রম বিভাজনের (division of labour) প্রয়োজনীয়তা এবং এই পথে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের কথা বলেছিলেন। বস্তুত মার্কস্ বর্ণিত আদিম সঞ্চয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় দুটি শ্রেণীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় — পুঁজিপতি, যারা উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক এবং শ্রমিক, যারা শ্রমশক্তির মালিক।

'পুঁজির আদিম সঞ্চয়' এবং 'পুঁজিবাদী সঞ্চয়' মার্কসীয় অর্থনীতির দুই পৃথক্ ধারণা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্ত মূল্য যে পদ্ধতিতে নতুন পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় তাকেই বলে 'পুঁজিবাদী সঞ্চয়' (capitalist accumulation)। অন্যদিকে 'পুঁজির আদিম সঞ্চয়' (primitive accumulation) কোনও উদ্‌বৃত্ত নয়। বণিক শ্রেণীর বাণিজ্যজাত সঞ্চয় যে পদ্ধতিতে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত উৎপাদককে উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিযুক্ত করে মজুরী শ্রমিকে পরিণত করে তাকেই বলে 'পুঁজির আদিম সঞ্চয়' (primitive accumulation)। সুতরাং 'পুঁজির আদিম সঞ্চয়' কোনও সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্তের সঞ্চালন নয়।

পুঁজিবাদ (Capitalism) বস্তুত একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা (Mode of Production)। এই ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে দুটি জিনিসের উপর, বাজার নামক একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তি-মালিকানা অধিকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। সম্পত্তির অধিকার এবং বাজার পুঁজিবাদের আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু উলটোটা সত্যি নয়। অর্থাৎ, সম্পত্তির অধিকার এবং বাজার প্রাক্ পুঁজিবাদী কোনো উৎপাদন ব্যবস্থাকেও নির্দেশ করতে পারে। মুক্ত বাজার মানেই পুঁজিবাদ নয়। বস্তুত, বাজার নামক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি পুঁজিবাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন। বাজার থাকা পুঁজিবাদের শর্ত, কিন্তু বাজার পুঁজিবাদ ছাড়াও অন্য অনেক ব্যবস্থাকেই ধারণ করতে পারে।

বস্তুত মার্কস্ ক্যাপিটালের মডেলে বাজারের ধারণাটিকে কোনও তত্ত্বগত অবস্থান থেকে আলোচনা করেননি। তিনি ক্যাপিটাল মহাগ্রন্থে পুঁজিবাদের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করেছেন, এবং দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতা কিভাবে সঞ্চয় ও বৃদ্ধির গতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রোজালুক্সেমবার্গ এই তত্ত্বগত অবস্থানের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পুঁজিবাদের সঞ্চয়ের আবশ্যিক শর্তই হল বাইরের বাজারের সঙ্গে সংযোগ, যা কিনা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সঞ্চয় ও বৃদ্ধিকে ধরে রাখে। এই বাইরের বাজার বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে প্রাক্ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত যে চাহিদা যা কিনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পুষ্ট করে। একটি প্রাক্ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে যদি একটি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম হয়, তাহলে ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে নিজের পথ করে নেয় এবং নিজেকে পরিপুষ্ট করে।

মার্কস্ ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির (Classical Political Economics) জনক স্মিথ্ (Smith), রিকার্ডো (Ricardo) এবং সে (Say)-র মতো পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির স্ব-ভারসাম্য স্থাপনকারী (self-equilibrating character of competitive capitalism) তত্ত্বে বিশ্বাস রাখেননি, যেখানে কোনও অদৃশ্য হাত (invisible hand) বাজারে সমতা বিধান করে। তিনি সন্ধান করেছিলেন পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের (dialectics) যা কিনা পুঁজিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

মার্কস্ যখন ক্যাপিটাল রচনা করেছিলেন তখন ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদদের কাছে অবাধ প্রতিযোগিতা একটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম ছিল। পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী (Dialectical Materialism) বিশ্লেষণের সাহায্যে মার্কস্ প্রমাণ করেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে জন্ম নেয় উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন, যা বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে রূপান্তরিত হয় একচেটিয়া পুঁজিতে (monopoly capital)। মার্কস্ দেখিয়েছিলেন, উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন থেকে একচেটিয়া পুঁজির

উদ্ভব হল পুঁজিবাদের বিকাশের বর্তমান স্তরের একটা মৌলিক নিয়ম।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে, মার্কস্ মানব সভ্যতার প্রগতিকে দেখেছেন, অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রক্রিয়া হিসেবে। কোনও একটি উৎপাদন ব্যবস্থা বস্তুত, উৎপাদন সম্পর্ক (relations of production) এবং উৎপাদিকা শক্তির (forces of production) এক কাঠামোগত সমাহার। উৎপাদন সম্পর্ক হচ্ছে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক (capitalism), প্রজা-জমিদারের সম্পর্ক (feudalism), দাস-মালিক সম্পর্ক (serfdom) ইত্যাদি। অপর দিকে উৎপাদিকা শক্তি বলতে বোঝায় প্রযুক্তি এবং দক্ষতা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী কাঠামোয়, এইটা ধরা হয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি হতে হতে সেটা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক তার সঙ্গে সাযুজ্য বিধান করতে ব্যর্থ হয়। ফলত নতুন উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্ম হয় উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার। বস্তুত, উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী কাঠামোয়, মার্কস্ মানব সভ্যতার বিবর্তন ব্যাখ্যা করেন —আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ এবং সাম্যবাদী সমাজ। যেভাবে ডারউইন জীবজগতের বিবর্তনের তত্ত্ব দিয়েছিলেন।

ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতির (Classical Political Economics) জনক স্মিথ্ (Smith) ও রিকার্ডো (Ricardo) প্রথম শিল্পবিপ্লবের যুগে সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ধনতন্ত্রের উত্থানের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের পরে কী? ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি এই প্রশ্নে নীরব। ধনতন্ত্রই মানব প্রগতির শেষ কথা। মার্কস্ দেখালেন ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (Internal conflict) এবং পদ্ধতিগত সংকট (Systemic crisis) ধনতন্ত্রকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে। ধনতন্ত্রের গর্ভেই জন্ম হবে সমাজতন্ত্রের। ক্যাপিটাল পাঠের ঐতিহাসিক উপযোগিতা এইখানেই, যে ক্যাপিটাল শুধু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা বুঝতে সাহায্য করে তাই নয়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে এক উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থায় উত্তরণের দিক নির্দেশও করে। পুঁজিবাদের পরের উৎপাদন-ব্যবস্থা দুটি মার্কস্ দেখে যেতে পারেননি। তিনি এর রূপরেখা এঁকেছিলেন। তাঁর কল্পনায় আদর্শ সাম্যবাদী সমাজ হবে সেই সমাজ যেখানে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হবে, তৈরি হবে এক শ্রেণীহীন শোষনহীন সমাজ।

নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতি (Neo-classical Economics) ধনতন্ত্রকে উন্নয়নের ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন (Ahistorical) এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা বলেই মনে করে। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট যে ধনতন্ত্রের systemic crisis, Neo-classical economics এটা স্বীকার করে না। তাদের মতে, পুঁজির সঞ্চালন

বাধাহীন হলে মুক্ত বাজার সব সমস্যার সমাধান নিজেই করে ফেলবে। এই অর্থনীতি এটা বুঝতে অপারগ যে, স্থবিরতার প্রবণতা (tendency to stagnation) ধনতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত। এটাই মার্কসীয় অর্থনীতির শিক্ষা। ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মূলে আছে দৃঢ়তা থেকে ভঙ্গুরতার (robustness to fragility) পথে অবিরাম যাত্রা, যা কিনা পুরো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে ঋণস্ফীতি-সংবেদনশীল (susceptible to debt-deflation) করে তুলেছে। পর্যায়ক্রমিক গভীর বিষণ্নতা (periodic deep depression) ধনতন্ত্রের কাঠামোগত সমস্যা, যা কিনা পুরো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি উৎপাদনশীল বিনিয়োগের (productive capital) দুর্বলতার কারণে, অনুমান-নির্ভর পুঁজির (speculative finance capital) উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। M-C-M* এই ব্যবস্থাটি বস্তুত পর্যবসিত হচ্ছে M-M* ব্যবস্থায়। মার্কসের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার এইখানেই প্রাসঙ্গিকতা।